

১১তম বিসিএস (প্রিলি.)

১. 'বৈরাগ্য সাধনে- সে আমার নয়।' শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. আনন্দ খ. মুক্তি
গ. বিশ্বাস ঘ. আশ্বাস উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'- এই বিখ্যাত উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নৈবদ্য' কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।
- 'নৈবদ্য' কাব্যটি ১৯০১ সালে প্রকাশিত হয়।
- এই কাব্যের ১৫টি কবিতা 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
- এই কাব্যের বিষয়বস্তু 'আধ্যাত্মিক ভাবনা'।

২. সমাস ভাষাকে-

ক. সংক্ষেপ করে খ. বিস্তৃত করে
গ. ভাষারূপ ক্ষুণ্ণ করে ঘ. অর্থবোধক করে উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সমাস ভাষাকে সংক্ষেপ করে।
- সমাস অর্থ সংক্ষেপ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ।
- সমাসের কিছু উদাহরণ-
 - দেশের সেবা=দেশসেবা
 - সিংহ চিহ্নিত আসন=সিংহাসন
 - নেই পরোয়া যার=বেপরোয়া
- সমাস ব্যাকরণের রূপতত্ত্বে আলোচিত হয়।
- সমাস নবম-দশম শ্রেণির পুরাতন বই অনুযায়ী সমাস ৬ প্রকার।
- তবে নতুন বই (৯ম/১০ম শ্রেণি) মতে, ৪ প্রকার। যথা-
দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি।

৩. 'সূর্য'-এর প্রতিশব্দ-

ক. সুধাংশু খ. শশাঙ্ক
গ. বিধু ঘ. আদিত্য উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সূর্য এর প্রতিশব্দ আদিত্য।
- রবি, তপন, মার্তন্ড, ভানু, ভাস্কর, সবিতা, দিবাকর, বিভাবসু, দিনমণি, অরুণ ইত্যাদি সূর্যের প্রতিশব্দ।
- সুধাংশু, শশাঙ্ক, বিধু হলো চাঁদের প্রতিশব্দ।

৪. 'অর্ধচন্দ্র'-এর অর্থ-

ক. গলাধাক্কা দেওয়া খ. অমাবস্যা
গ. দ্বিতীয়ত ঘ. কান্তে উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'অর্ধচন্দ্র' বাগধারাটির অর্থ গলাধাক্কা দেওয়া।
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা-
 - অক্লা পাওয়া =মারা যাওয়া

- আকাশ-কুসুম =অসম্ভব কল্পনা
- ইঁচড়ে পাকা =অকালপক্ক
- খয়ের খাঁ =চাটুকার
- গোঁফ খেঁজুরে =খুব অলস ইত্যাদি

৫. কোনটি শুদ্ধ?

ক. সৌজন্যতা খ. সৌজন্যতা
গ. সৌজন্য ঘ. সৌজন্য উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সৌজন্য শব্দটি শুদ্ধ।
- তা, ত্ব প্রত্যয় বিশেষ্যবাচক প্রত্যয়। শুধু বিশেষণের সাথে বসে সেই শব্দকে বিশেষ্য করে।
- এরূপ উৎকর্ষ, আতিশয্য, আলস্য, চাতুর্য, কার্পণ্য, ঔদাসীন্য, বৈচিত্র্য ইত্যাদি।

৬. বেগম রোকেয়ার রচনা কোনটি?

ক. ভাষা ও সাহিত্য খ. আয়না
গ. লালসালু ঘ. অবরোধবাসিনী উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বেগম রোকেয়ার রচনা গদ্যগ্রন্থ অবরোধবাসিনী।
- বেগম রোকেয়ার জন্ম রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে ১৮৮০ সালে।
- বেগম রোকেয়াকে মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়।
- তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ- মতিচূর, Sultana's dream
- তাঁর উপন্যাসের নাম 'পদ্মরাগ'।
- 'ভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটির লেখক ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।
- 'আয়না' গল্পের গ্রন্থের রচয়িতা আবুল মনসুর আহমদ।
- 'লালসালু' উপন্যাসের রচয়িতা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

৭. বাংলা গীতি কবিতায় ভোরের পাখি কে?

ক. বিহারীলাল চক্রবর্তী খ. প্যারীচাঁদ মিত্র
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা গীতি কবিতায় ভোরের পাখি বলা হয় বিহারীলাল চক্রবর্তীকে।
- রবি ঠাকুর তাঁকে 'ভোরের পাখি' বলেছেন।
- বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থ- স্বপ্নদর্শন, সঙ্গীত শতক, বঙ্গসুন্দরী, প্রেম প্রবাহিনী, সারদা মঞ্জল ইত্যাদি।
- প্যারীচাঁদ মিত্রের ছদ্মনাম টেকচাঁদ ঠাকুর।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছদ্মনাম কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো।
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম অনিলা দেবী।

৮. কোনটি শুদ্ধ বাক্য?

ক. একটি গোপনীয় কথা বলি
খ. একটি গোপন কথা বলি
গ. একটি গোপন কতা বলি
ঘ. একটি গুপ্ত কথা বলি

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শুদ্ধ বাক্য হবে- একটি গোপনীয় কথা বলি।
- এরূপ- আমার কথাই প্রমাণিত হয়েছে।
- সূর্য উদিত হয়েছে।
- আমি অপমানিত হয়েছি ইত্যাদি।

৯. 'শিষ্টাচার'-এর সমার্থক শব্দ কোনটি?

ক. নিষ্ঠা খ. সদাচার
গ. সততা ঘ. সংযম

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শিষ্টাচার এর সমার্থক শব্দ সদাচার।
- সংযমের প্রতিশব্দ-সংবরণ, নিবারণ, দমন, প্রশমন, রোধ, নিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, মিথ্যাচার, পরিমিত ইত্যাদি।

১০. 'সংশয়'-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?

ক. নির্ভয় খ. বিশ্বাস
গ. প্রত্যয় ঘ. দ্বিধা

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সংশয় শব্দের বিপরীত প্রত্যয়।
- নির্ভয় শব্দের বিপরীত ভয়।
- দ্বিধা শব্দের বিপরীত দ্বিধাহীন।
- বিশ্বাস শব্দের বিপরীত প্রত্যয়।

১১. 'ক্ষমার যোগ্য'-এর বাক্য সংকোচন-

ক. ক্ষমার্থ খ. ক্ষমাপ্রার্থী
গ. ক্ষমা ঘ. ক্ষমাপ্রদ

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কিছু এক কথায় প্রকাশ-
 - যা আঘাত পায়নি-অন্যহত
 - যা উদিত হচ্ছে-উদীয়মান
 - ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়-ওষধি
 - উপকারীর অপকার করে যে-কৃত্রিম

১২. '— সেপ্টেম্বর বিশ্ব নিরক্ষরতা দিবস' শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ৮ খ. ৬
গ. ১০ ঘ. ৫

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

১৯৬৬ সালের ২৬ অক্টোবর ইউনেস্কো সাধারণ সম্মেলনে ১৪ তম অধিবেশনে ৮ সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৬৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সোয়াজিল্যান্ড বৃটেনের কাছে স্বাধীন হয়। ১৮৯৮ সালে ১০ সেপ্টেম্বর রাণী এলিজাবেথকে হত্যা করা হয়।

১৩. 'মোস্তফা চরিত' গ্রন্থের রচয়িতা-

ক. মুহম্মদ আব্দুল হাই খ. মো: বরকতুল্লাহ

গ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. মওলানা আকরম খাঁ উত্তর: ঘ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'মোস্তফা চরিত' গ্রন্থের রচয়িতা মওলানা আকরম খাঁ।
- মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ।
- বিখ্যাত 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয়।
- মুহম্মদ আব্দুল হাই বাংলাদেশের বিখ্যাত ধর্মবিজ্ঞানী ছিলেন।
- তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ- 'ধর্মবিজ্ঞান ও বাংলা ধর্মতত্ত্ব'।
- মো: বরকতুল্লাহ বাংলা একাডেমির প্রথম প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলাদেশের বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ছিলেন।
- তিনি বাংলাদেশের 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' গ্রন্থের প্রধান সম্পাদক ছিলেন।

১৪. 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' গ্রন্থটির রচয়িতা-

ক. মুহম্মদ আব্দুল হাই খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

গ. আবুল মনসুর আহমেদ ঘ. আতাউর রহমান উত্তর: গ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর'- গ্রন্থটির রচয়িতা আবুল মনসুর আহমেদ।
- এটি একটি রাজনীতিবিষয়ক গ্রন্থ; যা ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়।
- 'শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু (১৯৭২) তাঁর আরেকটি বিখ্যাত রাজনীতিবিষয়ক গ্রন্থ।
- আবুল মনসুর আহমেদ ছিলেন সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ।
- তিনি ময়মনসিংহ জেলার ধানীখোলা গ্রামে ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।
- তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস- সত্যমিথ্যা (১৯৫৩), জীবনক্ষুধা (১৯৫৫), আবে হায়াত (১৯৬৮)
- তাঁর গল্পগ্রন্থ- আয়না (১৯৩৫), ফুড কনফারেন্স (১৯৪৪), আসমানী পর্দা (১৯৬৪)।
- 'আত্মকথা' আবুল মনসুর আহমেদের স্মৃতিকথামূলক লেখা।

১৫. পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক-

ক. ভারতচন্দ্র রায় খ. দৌলত কাজী
গ. সৈয়দ হামজা ঘ. আব্দুল হাকিম

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অপশন অনুযায়ী পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক সৈয়দ হামজা।
- আর পুঁথি সাহিত্যের প্রথম ও সার্থক লেখক শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ (ফকির গরীবুল্লাহ)।

- গরীবুল্লাহর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- আমীর হামজা, সোনাভান, জঙ্গনামা, সত্য পীরের পুঁথি, ইউসুফ জোলেখা ইত্যাদি।
- ‘আমির হামজা’ কাব্যের প্রথমাংশ রচনা করেন ফকির গরীবুল্লাহ এবং সমাপ্ত করেন সৈয়দ হামজা।
- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের শেষ বড় কবি।
- ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যগ্রন্থ ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠকাব্য এবং রায়গুণাকর (রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর উপাধি)
- দৌলত কাজী ছিলেন মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবি।
- ‘সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী’ তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থের উৎস-হিন্দি কবি সাধনের ‘মৈনাসত’ কাব্য।
- আবদুল হাকিম ১৭ শতকের মুসলিম কবি।
- তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য- ইউসুফ জোলেখা, নূরনামা, দুররে মজলিশ, লালমোতি সয়ফুলমূলক, হানিফার লড়াই ইত্যাদি।

১৬. ‘চাচা কাহিনী’র লেখক-

ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. সৈয়দ মুজতবা আলী
গ. শওকত ওসমান ঘ. ফররুখ আহমেদ উত্তর: খ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘চাচা কাহিনী’- এর লেখক বাংলা সাহিত্য রম্য লেখক হিসেবে পরিচিত সৈয়দ মুজতবা আলীর।
- সৈয়দ মুজতবা আলীর বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী ‘দেশে বিদেশে’।
- শবনম, অবিশ্বাস্য, তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস।
- ‘পঞ্চতন্ত্র’, ‘ময়ূরকণ্ঠী’ তাঁর বিখ্যাত রম্য রচনা।
- ‘চাচা কাহিনী’, ‘টুনি মেম’ তাঁর ছোটগল্পগ্রন্থ।
- সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত কাব্যনাট্য ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’, ‘নুরুলদীনের সারাজীবন’।
- শওকত ওসমানের বিখ্যাত উপন্যাস ‘ত্রীতদাসের হাসি’ (১৯৬২)।
- শওকত ওসমানের আসল নাম শেখ আজিজুর রহমান।
- ফররুখ আহমেদ (১৯১৮-১৯৭৪) এর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘সাত সাগরের মাঝি’ (১৯৪৪)।

১৭. বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে বলে-

ক. শব্দ খ. কারক
গ. পদ ঘ. ক্রিয়াপদ উত্তর: গ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে।

- বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে।
- পদ প্রধানত দুই প্রকার-সব্যয় পদ ও অব্যয় পদ।
- সব্যয় পদ আবার চার প্রকার। যথা-বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়া।
- সুতরাং পদ মোট পাঁচ প্রকার। যথা-বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়।
- তবে নতুন নবম-দশম শ্রেণি ব্যাকরণ বই অনুযায়ী পদ আট প্রকার। যথা-বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, অনুসর্গ, যোজক ও আবেগ।
- এক বা একাধিক ধ্বনির অর্থপূর্ণ মিলনকে শব্দ বলে।
- কারক শব্দটির অর্থ- যা ক্রিয়া সম্পাদন করে।
- বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে।
- নবম-দশম শ্রেণি পুরাতন বাংলা ব্যাকরণ বই অনুযায়ী কারক ৬ প্রকার। যথা- কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ কারক।
- তবে নতুন নবম-দশম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ বইয়ে সম্প্রদান কারক বাদ দিয়ে সম্বন্ধ কারক যুক্ত করা হয়েছে।
- যে পদের দ্বারা কোনো কাজ সম্পাদন করা বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন- কবির বই পড়ছে।

১৮. ‘রাজলক্ষ্মী’ চরিত্রের স্রষ্টা ঔপন্যাসিক-

ক. বঙ্কিমচন্দ্র খ. শরৎচন্দ্র
গ. তারাশংকর ঘ. নজরুল ইসলাম উত্তর: খ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজৈবনিক উপন্যাস ‘শ্রীকান্ত’- এর একটি চরিত্র রাজলক্ষ্মী।
- ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে।
- উপন্যাসটি ৪ খণ্ডে সমাপ্ত এবং চতুর্থ খণ্ড ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়।
- উপন্যাসটির অন্যান্য চরিত্র- শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ, অন্নদা, অভয়া, রোহিণী, গুরুদেব, যদুনাথ, কমললতা প্রমুখ।
- শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬-১৯৩৮) অন্যান্য উপন্যাস- পরিতাপ, বিরাজ বৌ, পল্লী সমাজ, দেবদাস, চরিত্রহীন, দত্তা, দেনাপাওনা, পথের দাবী, শেষপ্রশ্ন ইত্যাদি।

কর্মসংস্থান ব্যাংক- সহকারী অফিসার (সাধারণ/ক্যাশ)

১. আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরালের এক কথায় কী বলে?

ক. অতলস্পর্শী খ. ত্রুন্দসী
গ. আমশি ঘ. রোদসী উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরাল- এক কথায় হবে রোদসী (তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা-ড. সৌমিত্র শেখর)। তল স্পর্শ করা যায় না যার- অতলস্পর্শী। আকাশ ও পৃথিবী বা স্বর্গ ও মর্ত্য-

ক্রন্দসী। ফালি করে কাটা ও শুকিয়ে রাখা কাঁচা আমের টুকরো- আমশি।

২. 'সাইরেন বেজে উঠলো' বাক্যটিতে 'বেজে উঠলো' কি ক্রিয়াপদ?

ক. মিশ্র খ. যৌগিক
গ. প্রযোজক ঘ. সমধাতুজ উত্তর: খ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: 'সাইরেন বেজে উঠল' - (আকস্মিকতা অর্থে) বাক্যটিতে 'বেজে উঠল' একটি যৌগিক ক্রিয়াপদ। একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন: ১) ঘটনাটা শুনে রাখ (তাগিদ দেওয়া অর্থে)। ২) তিনি বলতে লাগলেন (নিরন্তরতা অর্থে)।

মিশ্র ক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর্, হ্, দে, পা, যা, কাট, গা, ছাড়, ধর, মার, প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে। যেমন:

১) বিশেষ্যের উত্তর (পরে): এখন গোল্লায় যাও।
২) বিশেষণের পরে: তোমাকে দেখে বিশেষ প্রীতি হলাম।

৩) ধন্যাত্মক অব্যয়ের পরে: মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে।

প্রযোজক ক্রিয়ার উদাহরণ:

মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন
(প্রযোজক কর্তা) (প্রযোজ্য কর্তা) (প্রযোজক ক্রিয়া)
বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে সমাধাতুজ কর্ম বা ধাতুর্ধক কর্মপদ বলে। যেমন: ১. আর কত খেলা খেলবে। ২. বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি।

৩. জীবনানন্দ দাশের কাব্যে ব্যবহৃত শঙ্খমালা হলো-

ক. রূপকথার চরিত্র খ. রোমান্টিক কবিকল্পনা
গ. পূর্বপরিচিতা নারী ঘ. কবির জীবনদেবতা উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: তিমির হননের কবি, রূপসী বাংলার কবি, নির্জনতার (বা নির্জনতম) কবি, ধূসরতার কবি হিসেবে খ্যাত কবি জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কাব্যের 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার একটি চরিত্র হলো শঙ্খমালা। জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) উপর গবেষণা করেন ক্লিনটন বি সিলি। জীবনানন্দ দাশের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ- ঝরাপালক (১৯২৮), ধূসর পাউলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৮), রূপসী বাংলা (১৯৫৭) ইত্যাদি।

৪. 'শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল'। এখানে 'শিশিরে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

ক. অধিকরণে ৭মী খ. অপাদানে ৭মী
গ. কর্মে ৭মী ঘ. করণে ৭মী উত্তর: ঘ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: 'শরতের ধরাতল শিশিরে ঝলমল' - এ বাক্যে 'শিশিরে' শব্দটি করণে ৭মী। (করণ) শব্দের অর্থ- যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়। ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়কেই করণ কারক বলা হয়। বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদকে 'কীসের দ্বারা' বা 'কী উপায়ে' প্রশ্ন করলে করণ কারক পাওয়া যায়। যেমন: ১. নীরা কলম দিয়ে লেখে (উপকরণ-কলম)। ২. জগতে কীর্তিমান হয় সাধনায় (উপায়- সাধনা)। অধিকরণে ৭মীর উদাহরণ- বনে বাঘ আছে। অপাদানে ৭মীর উদাহরণ- তিলে তৈল হয়। কর্মে ৭মীর উদাহরণ- জিজ্ঞাসিবে জনে জনে (বীক্ষায়)।

৫. 'সত্যের সহিত মিথ্যার দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। এই দ্বন্দ্বের পরিশেষে সত্যই বিজয়ী হয়'। এই উক্তিটি কোন রীতিতে লিখিত?

ক. চলিত রীতি খ. সাধু রীতি
গ. মিশ্র রীতি ঘ. বিদেশি রীতি উত্তর: খ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: 'সত্যের সহিত মিথ্যার দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। এই দ্বন্দ্বের পরিশেষে সত্যই বিজয়ী হয়' - এই উক্তিটি বাংলা ভাষায় সাধুরীতিতে লেখা। দাপ্তরিক কাজ, সাহিত্য, রচনা, যোগাযোগ ও জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনে লেখ্য বাংলা ভাষায় সাধুরীতির জন্ম হয়। উনিশ শতকের শুরুর দিকে সাধুরীতির বিকাশ ঘটে। বাংলা ভাষায় লৈখিক বা লেখ্য রূপের রয়েছে দুটি রীতি যথা- সাধু ও চলিত রীতি।

সাধুরীতির ভাষায় জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। 'সাধু ভাষা' পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন রাজা রামমোহন রায়। সাধুরীতি ব্যাকরণের সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে এবং গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল। এ ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ দীর্ঘ হয়। সাধুরীতির অপেক্ষাকৃত সহজরূপ হলো চলিতরীতি। এ রীতিতে তদ্ভব শব্দবহুল এবং সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ অপেক্ষাকৃত সহজতর হয়। প্রথম চৌধুরীর 'সবুজপত্র' পত্রিকা চলিত রীতি প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

৬. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম চালু করেন-

ক. বাংলাদেশ সরকার খ. এশিয়াটিক সোসাইটি
গ. বাংলা একাডেমি ঘ. শিল্পকলা একাডেমি

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ‘প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম’ চালু করেন বাংলা একাডেমি ১৯৯২ সালে। ১৯৯২ সালে ‘পাঠ্য বইয়ের বানান’ নামক একটি পুস্তিকা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশ করে। ১৯৩৬ সালে প্রথম বাংলা বানান চালু করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৩ সালে ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’ প্রকাশ করেন বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ ‘বাংলা পিডিয়া’। ‘বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী’- বাংলাদেশে সংস্কৃতি চর্চার একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যা ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭. কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. কনীনিকা খ. কনিনীকা
গ. কণিনিকা ঘ. কনিনিকা উত্তর: ক
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: শুদ্ধ বানানটি হলো- কনীনিকা। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বানান- পিপীলিকা, বিদ্বান, সরস্বতী, নিরাপরাধ, অহোরাত্র, অধ্যবসায়, নিরীক্ষণ, শ্রদ্ধাঞ্জলি ইত্যাদি।

৮. ‘Fair weather friends’ এই ইংরেজি প্রবচনের কাছাকাছি বাংলা প্রবচন কোনটি?

ক. দুধের মাছি
খ. চোরে চোরে মাসতুতো ভাই
গ. পিরিত বিনে সুহৃদ নাই
ঘ. ধামাধরা মানুষ উত্তর: ক
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ‘Fair weather friends’- এই ইংরেজি প্রবচনের কাছাকাছি বাংলা প্রবচন হলো দুধের মাছি। ‘চোরে চোরে মাসতুতো ভাই’ এই বাংলা প্রবচনটির কাছাকাছি ইংরেজি প্রবচন হলো- ‘Birds of a feather flock together’.

৯. ‘স্বখাতসলিলে’ বাগধারাটির অর্থ-

ক. দুগ্ধে কষ্টে পরা খ. বিনা দোষে শান্তি পাওয়া
গ. পানির গভীরে যাওয়া ঘ. স্বীয় কর্মের ফল ভোগ উত্তর: ঘ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ‘স্বখাতসলিলে’ বাগধারাটির অর্থ- স্বীয় কর্মের ফল ভোগ। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা:

১. অষ্টকপাল-হতভাগ্য
২. অষ্টরম্ভা-ফাঁকি
৩. আঙুল ফুলে কলাগাছ-হঠাৎ বড়লোক
৪. কানু ছাড়া গীত নাই-একমাত্র অবলম্বন

১০. কোন বাগধারাটির অর্থ তিনটির অর্থ থেকে ভিন্ন?

ক. দুধের মাছি খ. বসন্তের কোকিল
গ. নবীর পুতুল ঘ. সুখের পায়রা উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ‘নবীর পুতুল’ বাগধারাটির অর্থ- শ্রম বিমুখ। দুধের মাছি, বসন্তের কোকিল, সুখের পায়রা- এই তিনটি বাগধারার অর্থ সুসময়ের বন্ধু।

১১. ‘Cognizable’ শব্দটির বাংলা পরিভাষা কোনটি?

ক. সুষম খ. অবহিতি
গ. আমলযোগ্য ঘ. বোধজাত উত্তর: ঘ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ‘Cognizable’ এর বাংলা পরিভাষা হলো বোধজাত। সুষম – Balanced। আমলযোগ্য – Actionable, অবহিতি – Familiarity।

১২. ‘আয় চলে আয় রে ধূমকেতু, আঁধারে বাধ অগ্নিসেতু’ কার উক্তি?

ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
খ. কাজী মোতাহের হোসেন
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম উত্তর: গ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ‘আয় চলে আয় রে ধূমকেতু, আঁধারে বাধ অগ্নিসেতু’- রবি ঠাকুরের এই বাণীটি, কাজী নজরুল ইসলামের ধূমকেতু (১৯২২) পত্রিকায় ছাপা হয়। কাজী নজরুল ইসলাম ‘দৈনিক নবযুগ’ (১৯২০), ‘লাঙল’ (১৯২৫) পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। রবি ঠাকুর তার ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যের জন্য ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সাহিত্যে সশ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয়। ‘মুসলিম সাহিত্য-সমাজ’ (১৯২৬) প্রতিষ্ঠার অন্যতম সদস্য ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন।

১৩. কোন কবিকে ভারত সরকার পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. অমিয় চক্রবর্তী ঘ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উত্তর: খ, গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: কাজী নজরুল ইসলামকে (১৯৬০) এবং অমিয় চক্রবর্তীকে (১৯৭০) ভারত সরকার ‘পদ্মভূষণ’ উপাধিতে ভূষিত করেন। কাজী নজরুল ইসলামকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ‘জগত্তারিণী স্বর্ণপদক’ (১৯৬৯) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ‘ডি লিট’ ডিগ্রি (১৯৭৪) প্রদান করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার ‘নাইটহুড’ বা স্যার উপাধি দেয় এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট (১৯৪০) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি.লিট (১৯৩৬) উপাধি দেয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মূলত নাট্যকার। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক- প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, মেবার পতন, নূরজাহান, সাজাহান, মেবার পতন, চন্দ্রগুপ্ত, সিংহল বিজয় ইত্যাদি।

১৪. ‘বাঁশরী আমার হারিয়ে গেছে বালুর চরে, কেমনে ফিরিব গোধন লইয়া গাঁয়ের ঘরে।’ এটি কোন কবির রচনা?

ক. ইদ্রিস আলী

খ. গোবিন্দ চন্দ্র দাশ

গ. কাজী নজরুল ইসলাম

ঘ. জসীমউদ্দীন

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ‘বাঁশরী আমার হারিয়ে গেছে বালুর চরে, কেমনে ফিরিব গোধন লইয়া গাঁয়ের ঘরে।’ - একটি পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের ‘রঙ্গিলা নায়ের মাঝি’ (১৯৪৫) কাব্যের (আসল গানের সংকলন) ‘বাঁশরী আমার হারিয়ে গিয়েছে’ কবিতার চরণ।

জসীম উদ্দীনের (১৯০৭-১৯৭৬) উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ- ‘নক্সীকাঁথার মাঠ’ (১৯২৯), বালুচর (১৯৩০), রাখালী (১৯২৭), ধানক্ষেত (১৯৩৩), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪), ‘মা যে জননী কান্দে’ (১৯৬৩) ইত্যাদি।

১৫. ‘অন্বেষণ’ এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

ক. অন্বে+ষন

খ. অনে+এষন

গ. অনু+এষন

ঘ. অনু+এষণ

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ‘অন্বেষণ’ এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ অনু + এষণ। সন্ধির নিয়মানুযায়ী- উ/উ + অন্যস্বর = ব-ফলা হয়। যেমন: সু + অল্প = স্বল্প, অনু + ইত = অন্বিত, তনু + ঈ = তন্বী, পশু + আচার = পশ্চাচার ইত্যাদি।

১৬. ‘নিশীথ রাতে বাজছে বাঁশি’ বাক্যে ‘নিশীথে’ কোন পদ?

ক. বিশেষণের বিশেষণ

খ. বিশেষ্যের বিশেষণ

গ. বিশেষ্য

ঘ. বিশেষণ

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: একই পদের বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে প্রয়োগ বাংলায় দেখা যায়।

যেমন: নিশীথ রাতে বাজছে বাঁশি (বিশেষণ রূপে), গভীর নিশীথে প্রকৃতি সুপ্ত (বিশেষ্য রূপে)।

এরূপ: ভালো বাড়ি পাওয়া কঠিন (বিশেষণ রূপে), আপন ভালো সবাই চায় (বিশেষ্য রূপে)।

বিশেষণীয় বিশেষণের উদাহরণ- সামান্য একটু দুখ দাও, রকেট অতি দ্রুত চলে।

কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্যপদ বলে। যেমন: সুমন, ঢাকা, গরু, নদী, মাছ, বই ইত্যাদি। যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা,

পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন: ঢাকা বড় শহর।

১৭. ‘আস্তানা’ শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

ক. আরবি

খ. ফারসি

গ. ফরাসি

ঘ. হিন্দি

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ‘আস্তানা’- একটি ফারসি শব্দ। এরূপ: জবানবন্দি, একতারা, নামাজ, রোজা, খোদা, ফেরেশতা, হাঙ্গামা, দরজা, দরদ, সেতারা ইত্যাদি।

আরবি শব্দ: আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, আদালত, ওজর, হালাল, ছবি, দলিল, দাখিল, জরিমানা, মশাল ইত্যাদি।

ফরাসি শব্দ: কার্তুজ, কুপন, ডিপো, রেস্তোরাঁ ক্যাফে, বুর্জোয়া, গ্যারেজ, আঁতেল, রেনেসাঁস ইত্যাদি।

হিন্দি শব্দ: জিলাপি, বাগা, চাটনি, ফুচকা, ঝাল, বাইজি, টহল, পানি, চানাচুর মিঠাই, খানাপিনা ইত্যাদি।

১৮. নিচের কোনটি তদ্ধিত প্রত্যয়?

ক. চোরা

খ. চালক

গ. পূজক

ঘ. সত্যবাদী

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ ‘চোরা’- তে ‘আ’ প্রত্যয় অবজ্ঞা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এরূপ: কেষ্ট + আ = কেষ্টা। চালক ($\sqrt{\text{চালি} + \text{অক}}$)

ও পূজক ($\sqrt{\text{পূজি} + \text{ওক}}$) কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ।

সত্যবাদী (সত্য + $\sqrt{\text{বদ} + \text{ইন}}$) কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ।

১৯. নিম্নের কোন পত্রিকার প্রকাশনা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন?

ক. সবুজপত্র

খ. শনিবারের চিঠি

গ. কল্লোল

ঘ. ধূমকেতু

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত ‘ধূমকেতু’ (১৯২২) পত্রিকার জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন। আশীর্বাণীটি ছিল-

‘আয় চলে আয় রে ধূমকেতু, আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু’।

কাজী নজরুল ইসলাম আরও সম্পাদনা করেন ‘দৈনিক নবযুগ’ (১৯২০) ও ‘লাঙল’ (১৯২৫)। ‘সবুজপত্র’ (১৯১৪) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী।

‘কল্লোল’ (১৯২৩) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ। ‘শনিবারের চিঠি’- পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সজনীকান্ত দাস।

২০. ৭ই মার্চের পটভূমিতে রচিত কবিতা-

ক. ‘বাতাসে লাশের গন্ধ’- রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

খ. 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো'-
নির্মলেন্দু গুণ
গ. 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়'- শামসুর রাহমান
ঘ. 'আমার পরিচয়'- সৈয়দ শামসুল হক **উত্তর: খ**
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: এই মার্চের পটভূমিতে রচিত কবিতা
“স্বাধীনতা, এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো” -এর
রচয়িতা কবি নির্মলেন্দু গুণ। নির্মলেন্দু গুণের

উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ- প্রেমাংশুর রক্ত চাই, না প্রেমিক
না বিপ্লবী, তার আগে চাই সমাজতন্ত্র, চাষাভূষার কাব্য,
মুজিব-লেনিন-ইন্দিরা ইত্যাদি।
‘বাতাসে লাশের গন্ধ’- রুদ্ৰ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিখ্যাত
কবিতা। ‘বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়’- শামসুর
রাহমানের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। ‘আমার পরিচয়’- সৈয়দ
শামসুল হকের বিখ্যাত কবিতা।

বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ)

১. নিচের কোন শব্দটির বানান অশুদ্ধ?

ক. আয়ত্ত **খ. কিংবদন্তি**
গ. দুর্গা **ঘ. সূক্ষ** **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অশুদ্ধ বানানটি হলো সূক্ষ। শব্দটির শুদ্ধরূপ হলো
সূক্ষ্ম।
আয়ত্ত, কিংবদন্তি, দুর্গা- এই তিনটি শব্দের বানানই
শুদ্ধ।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ শুদ্ধ বানান- অধ্যবসায়, ইতোমধ্যে,
মরীচিকা, পাণিনি, গড্ডলিকা, ইদানীং, সাত্ত্বনা
ইত্যাদি।

২. ‘নীলকর’ কোন সমাসভুক্ত?

ক. উপপদ তৎপুরুষ **খ. নিত্য**
গ. কর্মধারয় **ঘ. অব্যয়ীভাব** **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

নীলকর (নীল চাষ করে যে) শব্দটি উপপদ তৎপুরুষ
সমাসভুক্ত।

কৃদন্তপদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে বলে
উপপদ তৎপুরুষ সমাস। যেমন-

- জলে চরে যা = জলচর
- জল দেয় যে = জলদ
- পক্ষে জন্মে যা = পক্ষজ
- ছেলে ধরে যে = ছেলেধরা ইত্যাদি।

যে সমাসে ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাই নিত্য
সমাস। যেমন-

অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর, কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র।

কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ- নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম,
যিনি জজ

তিনিই সাহেব = জজসাহেব।

যে সমাসে পূর্ব পদের অব্যয়ের অর্থ প্রাধান্য থাকে, তাই
অব্যয়ীভাব সমাস।

যেমন- কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ,

বনের সদৃশ = উপবন।

৩. নিচের কোনটি বিদেশি উপসর্গযুক্ত শব্দ?

ক. দরদালান **খ. হাভাতে**
গ. পাতকুয়া **ঘ. অপয়া** **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘দরদালান’ শব্দের ‘দর’ একটি ফারসি উপসর্গ। এরূপ-
দরপত্তনী, দরপাট্টা। এখানে ‘দর’ অর্থ মধ্যস্থ বা অধীন।
ফারসি উপসর্গ উদাহরণ হলো- কার, দর, না, নিম,
ফি, বদ, বে, বর, কম, বে ইত্যাদি।

হাভাতে (অভাব অর্থে) ও অপয়া (নিন্দিত অর্থে) শব্দের
‘হা’ ও ‘অ’ বাংলা উপসর্গ। বাংলা উপসর্গ ২১টি এবং
তৎসম উপসর্গ ২০টি। ‘পাতকুয়া’ একটি সমাস সাধিত
শব্দ।

৪. কোনটি ‘পর্বত’ এর সমার্থক শব্দ নয়?

ক. শৈল **খ. অদ্রি**
গ. দরি **ঘ. গিরি** **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘পর্বত’ শব্দের সমার্থক শব্দ হলো শৈল, অদ্রি, গিরি,
পাহাড়, অচল ইত্যাদি।

‘দরি’ শব্দের অর্থ গিরিগুহা, কন্দর, সংকীর্ণ ও অগভীর
উপত্যকা বা শতরঞ্চি।

৫. নিচের কোন শব্দটি নিত্য পুরুষবাচক?

ক. ডাক্তার **খ. শিল্পী**
গ. পুরোহিত **ঘ. সভ্য** **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘পুরোহিত’ একটি নিত্য পুরুষবাচক শব্দ। এরূপ-
রাষ্ট্রপতি, বিপ্লবী, কৃতদার, অকৃতদার, কবিরাজ,
কোটপতি, প্রধানমন্ত্রী, ঢাকী, ঢুলি, চৌকিদার ইত্যাদি।

‘ডাক্তার’- এর স্ত্রীবাচক শব্দ লেডি (মহিলা) ডাক্তার।

‘শিল্পী’ এর স্ত্রীবাচক শব্দ মহিলা শিল্পী।

‘সভ্য’ এর স্ত্রীবাচক শব্দ নারী সভ্য।

৬. বাংলা ভাষায় বিভক্তি কত প্রকার?

ক. ২ **খ. ৪**

গ. ৬

ঘ. ৮

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলা ভাষায় বিভক্তি প্রধানত দুই প্রকার। যথা- নাম বা শব্দ বিভক্তি ও ক্রিয়া বিভক্তি।

নাম বা শব্দের সাথে যুক্ত বিভক্তিকে নাম বা শব্দ বিভক্তি বলে। যেমন- হাত+এর = হাতের। বাংলায় নাম বা শব্দ বিভক্তি সাত প্রকার।

ক্রিয়ার সাথে যুক্ত বিভক্তিকে ক্রিয়া বিভক্তি বলে। যেমন: কর্+এ = করে।

বাক্যের একটি শব্দের সঙ্গে আরেকটি শব্দের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য শব্দগুলোর সঙ্গে কিছু শব্দাংশ যুক্ত করতে হয়; এসব শব্দাংশকে বলা হয় বিভক্তি। যেমন- বনে বাঘ আছে।

৭. 'গ্রহণ' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?

ক. অর্জন

খ. বর্জন

গ. ফেলা

ঘ. ত্যাগ

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'গ্রহণ'- এর বিপরীত শব্দ বর্জন। আবার 'গ্রহণ'-এর বিপরীত শব্দ 'অর্পণ' ও হয়।

'অর্জন' এর বিপরীত শব্দ 'বর্জন'।

'ত্যাগ'-এর বিপরীত শব্দ 'ভোগ'।

৮. 'মাথা ঘামানো' বাগধারাটির অর্থ কী?

ক. অসুস্থ বোধ করা

খ. ভাবনা করা

গ. মনোযোগী হওয়া

ঘ. অস্বস্তি বোধ করা

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'মাথা ঘামানো' বাগধারার অর্থ 'ভাবনা করা'। 'কান খাড়া করা' বাগধারার অর্থ 'মনোযোগী হওয়া'।

৯. কোন দুইটি সংযুক্ত বর্ণের রূপ 'ঋ'?

ক. ণ্+ঞ

খ. ঞ্+চ

গ. চ্+ঞ

ঘ. ঞ্+জ

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'ঞ+চ' দুইটি সংযুক্ত বর্ণের রূপ 'ঋ'। 'ঞ+জ' = ঞ্জ; জ্+ঞ = জ্ঞ এবং ঞ্+ঝ = ঞ্ঝ হয়।

১০. 'Kinsman' শব্দটির বাংলা পরিভাষা কোনটি?

ক. জ্ঞাতি

খ. রাজকীয় লোক

গ. উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি

ঘ. জ্ঞানী ব্যক্তি

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'Kinsman'- শব্দটির বাংলা পরিভাষা 'জ্ঞাতি'। কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা-

- Emblem – প্রতীক
- Forfeit – বাজেয়াপ্ত করা
- Hand-out – জ্ঞাপনপত্র

• Rebate - বাটা ইত্যাদি।

১১. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' পঙ্ক্তিটির স্রষ্টা কে?

ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

খ. দৌলত কাজী

গ. ভারতচন্দ্র

ঘ. আলাওল

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্য 'অন্নদামঙ্গল'- এর চরিত্র ঈশ্বরী পাটনীর উক্তি 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' নবদ্বীপের (নদীয়া বা কৃষ্ণনগর) রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে 'রায়গুণাকর' উপাধি দেন। 'সত্য পীরের পাঁচালি'- ভারতচন্দ্রের আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ছিলেন মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি। তিনি 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবি দৌলত কাজী রচিত গ্রন্থের নাম 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী'। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবি আলাওলের বিখ্যাত গ্রন্থ হলো- পদ্মাবতী (১৬৪৮), সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামাল (১৬৬৯), হুণ্ড পয়কর (১৬৬৫), তোহফা (১৬৬৪), সিকান্দারনামা (১৬৭৩) ইত্যাদি।

১২. 'সাত সাগরের মাঝি' কার রচনা?

ক. গোলাম মোস্তফা

খ. বন্দে আলী মিয়া

গ. ফররুখ আহমদ

ঘ. আহসান হাবীব

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি বা ইসলামি স্বাতন্ত্র্য কবি ফররুখ আহমেদের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কাব্য 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪)। ফররুখ আহমেদের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ- 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪), সিরাজাম মুনীর (১৯৫২), নৌফেল ও হাতেম (কাব্যনাট্য, ১৯৬১), হাতেমতায়ী (কাহিনী কাব্য, ১৯৬৬) ইত্যাদি। কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' একটি বিখ্যাত জীবনী গ্রন্থ।

সাহিত্যিক বন্দে আলী মিয়ার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'ময়নামতির চর' (১৯৩২)।

সাহিত্যিক আহসান হাবীবের বিখ্যাত গ্রন্থ- রাত্রিশেষ, ছায়াহরিণ, সারা দুপুর, আশায় বসতি, রাণী খালের সাঁকো, অরণ্য নীলিমা ইত্যাদি।

১৩. 'অন্তরে যাদের এত গোলামির ভাব, তারা বাইরের গোলামি থেকে রেহাই পাবে কী করে? কার রচনার অংশ?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খ. শওকত ওসমান

গ. কাজী নজরুল ইসলাম

ঘ. মুনীর চৌধুরী

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাক্যটি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘আমার পথ’ প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে যা ‘রুদ্রমঙ্গল’ (১৯২৬) প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের অন্যান্য প্রবন্ধ। গ্রন্থ- যুগবাণী (১৯২২), রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩), দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬)। অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, ছায়ানট, সাম্যবাদী, সিদ্ধ-হিন্দোল, চক্রবাক, প্রলয়শিখা ইত্যাদি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থ- সভ্যতার সংকট, কালান্তর, বিবিধ প্রসঙ্গ, বিশ্বপরিচয়, পঞ্চভূত, মানুষের ধর্ম ইত্যাদি। কথা সাহিত্যিক শওকত ওসমানের বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ- সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই (১৯৮৫), মুসলিম মানসের রূপান্তর (১৯৮৬)। মুনীর চৌধুরীর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হচ্ছে- মীর মানস (১৯৬৫), তুলনামূলক সমালোচনা (১৯৬৯), বাংলা গদ্যরীতি (১৯৭০)।

১৪. ‘আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।’ উক্তিটি কার?

ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
খ. মুনীর চৌধুরী
গ. মোতাহের হোসেন চৌধুরী
ঘ. শামসুর রাহমান

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।’ এই বিখ্যাত উক্তিটি পাকিস্তান আমলে করেছিলেন ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বিখ্যাত গ্রন্থ- বাংলা সাহিত্যের কথা, বৌদ্ধ মর্মবাদী গান, ভাষাতত্ত্ব: ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত ইত্যাদি।

১৫. ‘মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি।’ গানটির সুরকার কে?

ক. আলতাফ মাহমুদ খ. আপেল মাহমুদ
গ. সমর দাস ঘ. আবদুল লতিফ
উত্তর: খ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ‘মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি।’- বিখ্যাত গানটির সুরকার আপেল মাহমুদ এবং রচয়িতা গোবিন্দ হালদার। আমার ভাইয়ের রঙে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানটির (কথা: আবদুল গাফফার চৌধুরী) প্রথম সুরকার আবদুল লতিফ এবং বর্তমান সুরকার আলতাফ মাহমুদ। ‘নোঙ্গর তোল তোল সময় হলো’ গানটির সুরকার সমর দাস এবং কথা নয়ীম গহর।

১৬. ‘সাহিত্যবিশারদ’ কার উপাধি?

ক. আব্দুল করিম খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ. আবুল হোসেন মিয়া ঘ. আব্দুল কাদির
উত্তর: ক
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

আব্দুল করিমের উপাধি হলো সাহিত্যবিশারদ। আব্দুল করিমের সম্পাদিত বিখ্যাত গ্রন্থ- গঙ্গামঙ্গল, জ্ঞানসাগর, সারদামঙ্গল, গোরক্ষবিজয়, পদ্মাবতী ইত্যাদি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর উপাধি হলো ভাষাবিজ্ঞানী। আবুল হোসেন মিয়ার ছদ্মনাম হলো আবুল হাসান। আব্দুল কাদিরের উপাধি হলো ছান্দসিক কবি।

১৭. ‘গাজী মিয়া’ কার ছদ্মনাম?

ক. জসীমউদ্দীন খ. মীর মশাররফ হোসেন
গ. হেলাল হাফিজ ঘ. আবুল ফজল
উত্তর: খ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মীর মশাররফ হোসেনের একাধিক ছদ্মনাম আছে। যেমন: গাজী মিয়া, উদাসীন পথিক, গৌরতটবাসী মশা। জসীমউদ্দীনের ছদ্মনাম হলো জমীরউদ্দীন মোল্লা এবং উপাধি হলো পল্লীকবি। আবুল ফজলের ছদ্মনাম হলো শমসের উল আজাদ।

১৮. ‘মুসলমানীর গল্প’ এর রচয়িতা কে?

ক. কাজী নজরুল ইসলাম
খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঘ. আলাওল

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের জনক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ ছোটগল্প ‘মুসলমানীর গল্প’। রবী ঠাকুরের বিখ্যাত কিছু ছোট গল্প- ভিখারিনী (প্রথম), ছুটি, কাবুলিওয়ালা, পোস্টমাস্টার, নষ্টনীড়, শান্তি, হৈমন্তী, সমাপ্তি ইত্যাদি। কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কিছু ছোটগল্প হলো- পদ্মগোখরা, বাউভেলের আত্মকাহিনী, ব্যথার দান, রক্তের বেদন, শিউলিমালা, মেহের নিগার, দুরন্তপথিক, জিনের বাদশা ইত্যাদি। মধ্যযুগের অন্যতম কবি আলাওলের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘পদ্মাবতী’।

১৯. ‘সওগাত’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কে?

ক. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ. মুজাফফর আহমদ ঘ. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন
উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বিখ্যাত ‘সওগাত’ (মাসিক-১৯১৮; সাপ্তাহিক-১৯২৮) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন।

‘মোহাম্মদী’ (সাপ্তাহিক-১৯০৮, দৈনিক-১৯২২ ও মাসিক- ১৯২৭) ও ‘আল এসলাম (১৯১৫) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ আকরম খাঁ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদক ছিলেন ‘আঙ্গুর’ পত্রিকার (১৯২০)। গণবানী (১৯২৬) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মুজাফ্ফর আহমদ (কমরেড)।

২০. কবি গোলাম মোস্তফার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. রক্তরাগ খ. খোশরোজ

গ. বনি আদম ঘ. বুলবুলিস্তান উত্তর: ক
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
কাব্যসুধাকর কবি গোলাম মোস্তফার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘রক্তরাগ’ (১৯২৪)। গোলাম মোস্তফার অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ - খোশরোজ (১৯২৯), কাব্যকাহিনী (১৯৩২), সাহারা (১৯৩৬), বুলবুলিস্তান (১৯৪৯), বনি আদম (১৯৫৮) ইত্যাদি। ‘বিশ্বনবী’ (১৯৪২), গোলাম মোস্তফার বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

১. ‘কন্যা’র সমার্থক শব্দ-

ক. পল্লব খ. জায়া
গ. আত্মজা ঘ. পরভূত উত্তর: গ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ‘কন্যা’ শব্দের সমার্থক শব্দ ‘আত্মজা’। এরূপ- মেয়ে, দুহিতা, নন্দিনী, তনয়া, পুত্রী, ঝি ইত্যাদি। পরভূত শব্দের সমার্থক হচ্ছে- পিক, পরপুষ্ট, কোকিল, বসন্তদূত, অন্যপুষ্ট, কাকপুষ্ট, মধুসখা ইত্যাদি। পল্লব শব্দের সমার্থক হচ্ছে- পাতা, পত্র, কিশলয়, পর্ণ ইত্যাদি। জায়া শব্দের সমার্থক হচ্ছে পত্নী, ভার্যা, দারা, বধু, সহধর্মিনী, বউ, বেগম, বিবি, গৃহিণী ইত্যাদি।

২. ‘একাদশে বৃহস্পতি’ অর্থ কি?

ক. আশার কথা খ. মজা পাওয়া
গ. আনন্দের বিষয় ঘ. সৌভাগ্যের বিষয় উত্তর: ঘ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ‘একাদশে বৃহস্পতি’ বাগধারাটির অর্থ সৌভাগ্যের বিষয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা-
* কাঠখোটা-নীরস ও অনমনীয়
* কান ভাঙানো-কুপরামর্শ
* ডুমুরের ফুল-অদৃশ্য বস্তু
* তালপাতার সেপাই- ক্ষণস্থায়ী বস্তু
* সপ্তমে চড়া-প্রচণ্ড উত্তেজনা

৩. চলিত ভাষার আদর্শরূপে গৃহীত ভাষাকে বলা হয়-

ক. সাধু ভাষা খ. আঞ্চলিক ভাষা
গ. প্রমিত ভাষা ঘ. উপভাষা উত্তর: গ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: বিশ শতকের সূচনায় কলকাতার শিক্ষিত লোকের কথ্য ভাষাকে লেখ্য রীতির আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং নামকরণ করা হয় চলিত রীতি। একুশ শতকের সূচনা নাগাদ এই চলিত রীতিরই নতুন নাম হয় ‘প্রমিত রীতি’। এটি ‘মান রীতি’ হিসেবেও পরিচিত। চলিত রীতি প্রবর্তনে প্রমথ চৌধুরী ও ‘সবুজপত্র’ পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য।

সাধু ভাষা প্রবর্তনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজা রামমোহন রায় প্রমুখের অবদান অনস্বীকার্য। যেকোনো ভাষার অঞ্চলভেদে যে পার্থক্য দেখা যায়, তাকে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা বলে।

৪. ‘মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা’ রচয়িতা-

ক. রাখানিধি গুপ্ত
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ. অতুল প্রসাদ সেন উত্তর: ঘ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ‘মোদের গরব, মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা’- গানটির রচয়িতা অতুলপ্রসাদ সেন। তিনি সর্বপ্রথম বাংলা গানে ঠুমরি আমদানি করেন। রাখানিধি গুপ্ত (ডাকনাম-নিধু বাবু) সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় টপ্পাগানের প্রচলন করেন। তাঁর বিখ্যাত গান-নানান দেশের নানান ভাষা/বিনে স্বদেশী ভাষা/পুরে কি আশা?

‘মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ’- বিখ্যাত উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ‘মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতুর্য’- বিখ্যাত উক্তিটি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের।

৫. যা চিরস্থায়ী নয়-

ক. নশ্বর খ. ক্ষণিক
গ. ক্ষণস্থায়ী ঘ. অস্থায়ী উত্তর: ক
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: যা চিরস্থায়ী নয়- এক কথায় হবে নশ্বর। কিছু গুরুত্বপূর্ণ এককথায় প্রকাশ-
* ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী-ক্ষণস্থায়ী।
* যা স্থায়ী নয়-অস্থায়ী।
* যা কখনো নষ্ট হয় না-অবিনশ্বর।
* যার জ্যোতি বৈশিষ্ট্য স্থায়ী হয় না-ক্ষণপ্রভা।

৬. ‘একান্তরের ডায়েরী’ কার লেখা?

ক. সুফিয়া কামাল খ. জাহানারা ইমাম
গ. সেলিনা হোসেন ঘ. নীলিমা ইব্রাহীম **উত্তর:** ক
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: জননী সাহসিকা সুফিয়া কামালের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক স্মৃতিমূলক লেখা 'একাত্তরের ডায়েরী (১৯৮৯)'। সুফিয়া কামালের বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে- সাঁঝের মায়া, মন ও জীবন, উদাত্ত পৃথিবী, অভিযাত্রিক, মায়া কাজল, কেয়ার কাঁটা ইত্যাদি।

কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- উৎস থেকে নিরন্তর, জলোচ্ছ্বাস, হাঙর নদী গ্লেড, যাপিত জীবন, নীল ময়ূরের যৌবন, পোকামাকড়ের ঘরবসতি, নিরন্তর ঘটাবধি, গায়ত্রী সন্ধ্যা ইত্যাদি। শহিদ জননী জাহানারা ইমামের বিখ্যাত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক স্মৃতিকথা 'একাত্তরের দিনগুলি'। নীলিমা ইব্রাহীমের বিখ্যাত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক লেখা 'আমি বীরঙ্গনা বলছি (১৯৯৫)'।

৭. 'বনফুল' কার ছদ্মনাম?

ক. প্রমথ চৌধুরী খ. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
গ. যতীন্দ্রনাথ বাগচী ঘ. মোহিতলাল মজুমদার
উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: 'বনফুল' ছদ্মনাম হলো বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের। প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম হলো বীরবল। যতীন্দ্রনাথ বাগচীর উপাধি ছিল দুঃখবাদের কবি। মোহিতলাল মজুমদারের ছদ্মনাম হলো কৃতিবাস ওঝা বা সত্যসুন্দর দাস।

৮. কোনটি সঠিক?

ক. সম+তান্= সন্তান খ. সম+তন্= সন্তান
গ. সম+তান = সন্তান ঘ. সন+তান= সন্তান **উত্তর:** গ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: সন্তান শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ সম্ + তান। সন্ধির নিয়মানুযায়ী- ম্-এর পর যেকোনো বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম্ ধ্বনিটি সেই বর্গের নাসিক্য ধ্বনি হয়। যেমন: শম্ + কা = শঙ্কা, সম্ + চয় = সঞ্চয়, সম্ + তাপ = সন্তাপ ইত্যাদি।

৯. 'মেঘশূন্য' কোন সমাস?

ক. বহুব্রীহি খ. অব্যয়ীভাব
গ. তৎপুরুষ ঘ. কর্মধারয় **উত্তর:** গ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: 'মেঘশূন্য' (মেঘ দ্বারা শূন্য) তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস। এরূপ- মন দিয়ে গড়া = মনগড়া, শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ, মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা ইত্যাদি। পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় এবং যে সমাসের পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত, চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী।

যে সমাসে সমস্যমান পদের অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোনো অর্থ বুঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। এ সমাসে কোন পদের অর্থ প্রাধান্য থাকেন। যেমন: নীল অশ্বর যার = নীলাম্বর, গায়ে হলুদ হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়ে হলুদ। যে সমাসে পূর্বপদের অর্থ (অব্যয়ের) প্রাধান্য থাকে তাকে অব্যয়ীভাবে সমাস বলে। যেমন: কঠোর সমীপে = উপকণ্ঠ, শহরের সদৃশ = উপশহর। যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন- নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম, তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র।

১০. কোনটি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ নয়?

ক. ব্যথার দান খ. দোলনচাঁপা
গ. শিউলিমালা ঘ. সোনার তরী **উত্তর:** ঘ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: 'সোনার তরী' (১৮৯৪) বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের লেখক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ কাব্যগ্রন্থের বিখ্যাত একটি কবিতা হলো 'সোনার তরী'। রবি ঠাকুরের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ- মানসী (১৮৯০), চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালী (১৮৯৭), বলাকা (১৯১৬), পূর্ববী (১৯২৫) ইত্যাদি। 'ব্যথার দান' (১৯২২), শিউলিমালা (১৯৩১) হলো কাজী নজরুল ইসলামের গল্পগ্রন্থ ও দোলন-চাঁপা (১৯২৩) তাঁর কাব্যগ্রন্থ।

১১. যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না-

ক. অনূর্বর খ. পতিত
গ. বন্ধ্য ঘ. উষর **উত্তর:** ঘ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না- এককথায় হবে-উষর। যে নারীর কোনো সন্তান হয় না- বন্ধ্য। যে জমিতে উৎপাদন শক্তি নেই- অনূর্বর।

১২. 'অর্ধচন্দ্র' অর্থ কি?

ক. অমাবস্যা খ. গলাধাক্কা দেয়া
গ. কাছে টানা ঘ. কান্টে **উত্তর:** খ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: 'অর্ধচন্দ্র' বাগধারাটির অর্থ গলাধাক্কা দেয়া। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা-
* অদৃষ্টের পরিহাস-ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা
* অরণ্যে রোদন-নিষ্ফল আবেদন
* অমাবস্যার চাঁদ-দুর্লভ বস্তু
* আদায় কাঁচকলায়-শত্রুতা
* ইতর বিশেষ-পার্থক্য
* কেতা দুরন্ত-পরিপাটি ইত্যাদি

১৩. 'ষড়ঋতু' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ-

- ক. ষড়+ঋতু খ. ষড়+ঋতু
 গ. ষট+ঋতু ঘ. ষট+ঋতু উত্তর: ঘ
- বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: 'ষড়ঋতু'- শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ হলো-
 ষট্ + ঋতু। সন্ধির সূত্র মতে, ক/চ/ট/ত/প + স্বর =
 গ/জ/ড (ড়) /দ/ব হবে। যেমন:
- * বাক্ + দান = বাগদান
 - * ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র
 - * উৎ + ঘাটন = উদ্ঘাটন
 - * উৎ + যোগ = উদ্যোগ
 - * দিক্ + অন্ত = দিগন্ত
 - * দিক্ + বিজয় = দিগ্বিজয় ইত্যাদি

১৪. কোন রাজবংশের আমলে চর্যাপদ রচনা শুরু হয়?

- ক. পাল খ. সেন
 গ. তুর্কি ঘ. কোনটিই নয় উত্তর: ক
- বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: পাল রাজবংশের আমলে চর্যাপদ রচনা শুরু হয়। পাল বংশের শাসকেরা প্রায় চারশত বছর বাংলা শাসন করেছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের রচনাকাল ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, চর্যাপদের রচনাকাল ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ এবং ড. সুকুমার সেনের মতে, চর্যাপদের রচনাকাল ৯৫০ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন 'চর্যাপদ', যা ১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রয়েল লাইব্রেরি থেকে আবিষ্কার করেন। সেন বংশের সর্বশেষ স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণ সেন। তাঁর সময়ে মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় (১২০৪) করেন।

১৫. মৌলিক শব্দ কোনটি?

- ক. গোলাপ খ. গৌরব
 গ. শীতল ঘ. নেয়ে উত্তর: ক
- বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন: গোলাপ, নাক, তিন, লাল, গাছ, ফুল, হাত ইত্যাদি। গৌরব (গুরু + অ) একটি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ। শীতল (শীত + ল) একটি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ। নেয়ে (নে + এ) একটি প্রত্যয় সাধিত শব্দ।

১৬. 'রতন' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গল্পের চরিত্র?

- ক. পোস্টমাস্টার খ. গিল্লি

- গ. ছুঁটি ঘ. সুভা উত্তর: ক
- বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: 'রতন' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'পোস্টমাস্টার' গল্পের চরিত্র। রবি ঠাকুরের 'ছুটি' গল্পের প্রধান চরিত্র ফটিক। রবি ঠাকুরের 'সুভা' গল্পের প্রধান চরিত্র সুভা, প্রতাপ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ছোট গল্পের জনক বলা হয়।

১৭. 'ভূগোল' শব্দের বিশেষণ পদ কোনটি?

- ক. ভৌগোলিক খ. ভূগোলক
 গ. ভূগোলিক ঘ. ভূগোলক উত্তর: ক
- বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: 'ভূগোল' একটি বিশেষ্যবাচক শব্দ। এর বিশেষণ রূপ হলো ভৌগোলিক।

১৮. কোনটি শুদ্ধ বানান:

- ক. নিরপরাধী খ. নিরোপরাধী
 গ. নিরপরাধি ঘ. নিরপরাধ উত্তর: ঘ
- বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: শুদ্ধ বানান হলো- নিরপরাধ। এরূপ: নির্দোষ, অহোরাত্র, অনাথা, নির্জ্ঞান, নিরোগ, নিরভিমান, নিরহংকার, দিবারাত্র, মাতৃজাতি, অর্ধরাত্র, সুকেশী/সুকেশা ইত্যাদি।

১৯. নিচের কোনটি যৌগিক শব্দ?

- ক. হস্তি খ. গবেষণা
 গ. পঙ্কজ ঘ. কোনটিই নয় উত্তর: ঘ
- বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: যেসকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন: গায়ক = গৈ + গক (অক) অর্থ: গান করে যে, কর্তব্য = কৃ + তব্য অর্থ: যা করা উচিত, বাবুয়ানা = বাবু + আনা অর্থ: বাবুর ভাব ইত্যাদি। যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে তাকে রুঢ়ি শব্দ বলে। যেমন: হস্তী (হাত নয়, হাতী), গবেষণা (গরু খোঁজা নয়, ব্যাপক অধ্যয়ন)। এরূপ: বাঁশি, তৈল প্রবীণ, সন্দেশ ইত্যাদি। সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরুঢ় শব্দ বলে। যেমন: পঙ্কজ (পঙ্কে জন্মে যা) বলতে পদ্মফুল শুধু বোঝায়; কিন্তু পঙ্কে শৈবাল, শালুক, নানা উদ্ভিদও জন্মে। এরূপ: রাজপুত, মহাযাত্রা, জলধি।

২০. 'সওগাত' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?

- ক. আরবি খ. ফারসি
 গ. হিন্দি ঘ. তুর্কি উত্তর: ঘ
- বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: 'সওগাত'- একটি তুর্কি ভাষার শব্দ। এরূপ: আলখাল্লা, উজবুক, উর্দি, কাঁচি, কোর্তা, কোর্মা,

খাতুন, গালিচা, বাবা, বাবুর্চি, বেগম, মুচলেকা, লাশ, চাকর, চাকু, দারোগা ইত্যাদি।

আরবি শব্দ: আদালত, আলেম, ইনসান, উকিল, জাকাত, মহকুমা, নগদ, রায়, মোজার ইত্যাদি।

ফারসি শব্দ: অজুহাত, আপস, জবানবন্দি, কারবার, গুনাহ, চশমা, চাবুক, নামাজ, রোজা, বাদশা, রঙানি, রসদ, হাসামা, বরফ, দফতর ইত্যাদি।

হিন্দি শব্দ: কাহিনী, আচ্ছা, চাটনি, জিলাপি, চাচা, পানি, দাদা, দাদি, ফুফা, ফুফি ইত্যাদি।

২১. 'Hold water' means

ক. Drink water খ. Bear examination

গ. Keep water ঘ. Store water উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: প্রদত্ত প্রশ্নের Hold water অর্থ- কার্যকরী হওয়া, টিকে থাকা। এখানে, অপশন (ক) Drink water অর্থ- পানি পান করা; এটি phrase/idiom নয়। অপশন (খ) Bear examination অর্থ- পরীক্ষায় টিকে থাকা। অপশন (গ) Keep water অর্থ- পানি সংরক্ষণ করা; এটি

phrase/ idiom নয়। অপশন (ঘ) Store water অর্থ- পানি জমিয়ে রাখা। সুতরাং প্রশ্নানুসারে ঠিক উত্তর অপশন (খ)।

২২. Which of the following sentence is correct?

ক. I forbade him from going

খ. I forbade him not to go

গ. I forbade him to go

ঘ. I forbade him going

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: কোনো simple বাক্যে দুটি verb থাকলে প্রথম verb + object + infinitive (to + verb) বসে। অপশন (ক) তে from বসায় ভুল। অপশন (খ) তে forbade এর পর not বসায় বাহুল্য দোষে ভুল। অপশন (ঘ) তে দ্বিতীয় verb এর সাথে ing যুক্ত করায় ভুল। অপশন (গ) তে যথাযথ রয়েছে। বাক্যের অর্থ: আমি তাকে যেতে নিষেধ করলাম। সুতরাং ঠিক উত্তর অপশন (গ)।

